মেহেরপুরে পুলিশের সচেতনতা মূলক প্রচারণা

মেহেরপুরের মানুষের মাস্ক পরার অভ্যেস এবং করোনামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে মেহেরপুরের সাধারণ মানুষের মধ্যে শতভাগ মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সচেতনতা মূলক কার্যক্রম ও প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছে মেহেরপুর পুলিশ।
আজ সকাল দশটা থেকে মেহেরপুর পুলিশের একটি দল মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার মোড় এবং পুরাতন বাস স্ট্যান্ড এলাকায় জনসচেতনতা মূলক প্রচারণা চালান। অযাথা ঘরের বাইরে বের না হওয়ার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়। একইসাথে সকলকে মাস্ক ব্যবহার করার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

মেহেরপুরে পিকাপের ধাক্কায় সাইকেল আরোহীর মৃত্যু

মেহেরপুর ব্র্যাক অফিসের সামনে পিকাপ ভ্যানের ধাক্কায় শরিফুল ইসলাম (৫৫) নামের এক বাইসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। আজ (১০জুলাই) শনিবার সকাল ১০ টার সময় এ ঘটনা ঘটে। শরিফুল ইসলাম পিরোজপুর গ্রামের মৃত সাহাবুদ্দিনের ছেলে। তিনি আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানীর মেহেরপুর ডিপোতে নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে কাজ করতেন।
স্থানীয়রা ও পুলিশ জানায়, শরিফুল ইসলাম মেহেরপুর থেকে একটি বাইসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন। এসময় যশোর থেকে আসা ডাব ভর্তি দ্রতগতির একটি পিকাপ ভ্যান বাইসাইকেল আরোহী শরিফুলকে ধাক্কা দিলে গুরুতর জখম হয় শরিফুল ইসলাম। পিকাপের চালক নিজেই আহত শরিফুল ইসলামকে একটি অটোরিক্সায় করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসেন। হাসপাতালে পৌছনোর সাথে সাথে শরিফুলের মৃত্যু হয়। এসময় পিকাপটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছের সাথে ধাক্কা দিলে পিকাপের সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়।
শরিফুল ইসলামের লাশ হাসপাতালের বারান্দায় রেখে কৌশলে পালিয়ে যায় পিকাপ চালক। মুত্যু ব্যাক্তির সাথে কাউকে না পেয়ে হাসপাতালের

অন্যান্য লোকজন অনেক পরে সংবাদ দেয় স্বজনদের। সংবাদ পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন শরিফুল ইসলামের স্বজনরা । স্থানীয়রা বিষয়টি পুলিশে খবর দিলে পিকাপটি হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।
হাসপাতালের আরএমও ডাক্তার মকলেচুর রহমান বলেন, হাসপাতালের সামনে একব্যাক্তির মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে বিভিন্ন ভাবে খোঁজ করা হলে তার স্বজনরা এসে শরিফুলের পরিচয় নিশ্চিত করেন।
মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহাদারা বলেন, পিকাপভ্যানের ধাক্কায় মারা যাওয়া শরিফুল ইসলামের মরদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারকে দেয়া হবে। পিকাপ টি আটক রয়েছে,পিকাপ চালককেও আটকের চেষ্টা চলছে।

চুয়াডাঙ্গায় করোনা ভাইরাসের আক্রান্ত হয়ে আরও ছয় জনের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় শুক্রবার ভোররাত থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আরও ছয় জনের করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। যে ৬ জন মারা গেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন, জেলা শহরের কেদারগঞ্জ সিএ্যান্ডবিপাড়ার আইতুল মলের স্ত্রী আনজু খাতুন। ৪০ বছর বয়সী আলতু খাতুনকে ৫ জুলাই সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আজ ভোর ৫টার দিকে তিনি মারা যান।

হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার বলেছেন, তিনি করোনা উপসর্গে ভুগছিলেন। নমুনা নেয়া হয়েছে। পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়ার আগেই মারা গেলেন ৪০ বছর বয়সী আনজু খাতুন। চুয়াডাঙ্গা জেলা সদরের হিজলগাড়ির তমিজ উদ্দীনের ছেলে রহিদুল ইসলাম সর্দি কাশি জ্বরে ভুগছিলেন। রাতে শ্বাসকষ্ট বাড়লে মধ্যরাতে তাকে নেওয়া হয় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে।

ভোর ৬টার দিকে মারা যান ৪৫ বছর বয়সী রহিদুল। হাসপাতালের আরএমও বলেছেন তিনিও করোনা উপসর্গে ভুগছিলেন। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাকে হাসাতালে আনা হয়। ৫ ঘণ্টার মাথায় তিনি মারা যান। জেলার

আলমডাঙ্গা উপজেলার ভোলারদাড়ি গ্রামের গোলাম রসুলের স্ত্রী মনোয়ারা খাতুনকে বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে আনা হয়। ভর্তি করা হয় হলুদ জোনে। মধ্যরাতে মারা যান ৬০ বছর বয়সী মনোয়ারা বেগম।

তিনিও উপসর্গে ভুগছিলেন। নমুনা নিয়ে স্বাস্থ্য বিধি মেনে দাফনের নির্দেশনা দিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ। আলমডাঙ্গা ওসমানপুরের সমশের ম-লের ছেলে আকবর আলী সর্দি কাশি জ্বরে ভুগছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে শাসকষ্ট বাড়ে। তাকে মধ্যরাতে নেওয়া হয় সদর হাসপাতালে। সকাল পৌনে ৭টার দিকে মারা যান ৬৫ বছর বয়সী আকবর আলী।

দামুড়হুদা উপজেলার বিষ্ণুপুর গ্রামের হাজারী ম-লে ছেলে জহিরুল ইসলামকে গত ৭ জুলাই সদর হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়। নমুনা নেয়া হয়। হলুদ জোনে রেখেই চলছিলো চিকিৎসা। আজ শুক্রবার ভোর সোয়া ৬টার দিকে মারা যান ৭০ বছর বয়সী জহিরুল ইসলাম। হাসপাতালের আরএমও বলেছেন, তিনিও উপসর্গে ভুগছিলেন।

সদর উপজেলার মীর আব্দুল রাজ্জাকের ছেরে মীর আব্দুল হাই করোনা উপসর্গ নিয়ে ৮ জুলাই হাসপাতালে ভর্তি হন। আজ শুক্রবার সকাল সোয়া ৯টার দিকে মারা যান তিনি।

ভালো নেই কাঙালীনি সুফিয়া: প্রধানমন্ত্রীয় সহায়ত চান

এখন আর আমি হাটবার পারিনা সেরম, পায়ে বল পায়না, চলতে পারিনা, ওষুধপাতি নাই। হটাৎ বৃষ্টির পানিতে ঠান্ডা লেগেছে। কাশতে কাশতে মরে যায়। এভাবেই কথাগুলো বলছিলেন বাংলাদেশের একজন প্রসিদ্ধ লোকসঙ্গীত শিল্পী কাঙ্গালিনী সুফিয়া। কোনবা পথে নিতাইগঞ্জে যাই, পরাণের বান্ধব রে, বুড়ি হইলাম তোর কারণে, নারীর কাছে কেউ যায় না, আমার ভাঁটি গাঙের নাইয়া প্রভৃতি গানের জন্য তিনি বিখ্যাত।

তিনি বলেন, মাস শেষে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বরাদ্দকৃত ভাতা দশ

হাজার টাকা ভাতা আর বছর শেষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে ৩২ হাজার টাকার শিল্পী ভাতা। কিন্তু দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি আর করোনার এই সময়ে মাসিক দশ হাজার টাকায় কি আর দিন যায়? তাছাড়াও অনেক দিন ধরে এসব ভাতা পায়নি বলেও জানান তিনি। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, এখন আমি মরে যাচ্ছি, আমার দেহ কি অবস্থায় আছে তার কোন খোঁজ নেও না কেহই। প্রধানমন্ত্রী আমার দিকে একটু খেয়াল রাখুক আমি আর বেশিদিন বাঁচবো না।

সম্প্রতি কুষ্টিয়া শহরের এরশাদ নগর আশ্রয়ন প্রকল্প এলাকায় তার আবাসনে গিয়ে দেখা যায়, বিছানাগত হয়ে দিন দিন মৃত্যুর প্রহর গুনছেন কাঙ্গালিনী সুফিয়া। রোগ শোকে আক্রান্ত হয়ে জীবনের সাথে লড়াই করছেন তিনি। অর্থের অভাবে ব্যর্থ হচ্ছেন ওষুধ কিনতে। নিয়মিত ওষুধ খেলে কিছুটা সুস্থ্য থাকেন তিনি। সরকার থেকে যে অনুদান পান তা দিয়ে কিছুই হচ্ছে না তার। ঘরের চালা দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ে ঠান্ডায় আক্রান্ত হয়ে গানের গলা হারিয়ে গেছে তার। চলতেই যদি না পারি তাহলে আর গান গাইবো কিভাবে যোগ করেন তিনি। বর্তমানে এই শিল্পী একটি টিনশেড ঘরে কাঙালিনী মেয়ে পুষ্প ও নাতনিদের নিয়ে থাকছেন।

কাঙালিনী মেয়ে পুষ্প জানান, আমার মা খুব একটা ভালো নেই। টাকার অভাবে মার ওষুধ কিনতে পারিনি। ঘরের মধ্যে বৃষ্টির পানি পড়ে। আমাদের হাতে টাকা পয়শা নেই। করোনার এ এক দেড় বছরে কোন গানবাজনার আয়োজন নেই। টাকাও নেই। বিপদের মধ্যে আছি আমরা। মায়ের শরীর সুস্থ্য থাকলে গান গাইতে পারে। বেঁচে থাকতে যদি খাইতে না পারি, তাহলে মরে গেলে দেখার লোকের দরকার নেই শাহ আবদুল করিমের মতো। পুষ্প আরও বলেন, আমার মায়ের সঙ্গী স্যাকম। সেও সবসময় ছায়া হয়ে েমোয় সাথে থাকতেন। সেও ৭-৮ মাস হলো মারা গেছে। সঙ্গী না থাকায় বিমুর্ষ হয়ে পড়েছে আমার মা। করোনার কারনে জেলা প্রশাসক (ডিসি) দেখা করে না বলেও জানান কাঙ্গালীনি সুফিয়ার মেয়ে পুষ্প।

কাঙ্গালিনী সুফিয়া ১৯৬১ সালে রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার রামদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রকৃত নাম ছিল টুনি হালদার। বাবার নাম খোকন হালদার ও মা টুলু হালদার। সঙ্গীত জীবনে গ্রাম্য একটি গানের অনুষ্ঠানে ১৪ বছর বয়সে তিনি তার সঙ্গীত জীবন শুরু করেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে সুধির হালদার নামের একজন বাউলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়, যদিও সে বিয়ে বেশিদিন টেকেনি। ওস্তাদ হালিম বয়াতির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ১৯৭৮ সালে।

সে সময় তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সুফিয়া খাতুন নাম ধারণ করেন। সুফিয়ার মোট রচিত গানের সংখ্যা প্রায় ৫০০। তিনি রাজ সিংহাসন চলচ্চিত্রে প্রথম কণ্ঠ দেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, চীন, ভারতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সাবেক ডিজি মুস্তাফা মনোয়ার তাকে কাঙ্গালিনী উপাধি প্রদান করেন। তারপর থেকে তিনি সুফিয়া খাতুন থেকে দেশব্যাপী কাঙ্গালিনী সুফিয়া নামে পরিচিত হন।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা বলেন, কাঙ্গালিনী সুফিয়া একজন দেশের সম্পদ। তিনি একজন অনেক বয়স্ক মানুষ। তাকে মাঝে মধ্যে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে অসুস্থতার কথা তার জানা নেই, খোঁজ খবর নিয়ে তাকে ওষুধ কেনাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম খোঁজ খবর নিয়ে সহযোগীতার আশ্বাস দিয়েছেন।

কুষ্টিয়ায় গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে দুই কেজি গাঁজা সহ মোঃ রতন সর্দার (৩৮) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ। শুক্রবার দুপুরে দৌলতপুর উপজেলার দাড়েরপাড়া-গোড়ারপাড়া জামে মসজিদ এর সামনে পাঁকা রাস্তার উপর হইতে তাকে আটক করা হয়।

এসময় তার কাছে থাকা একটা ব্যাগ থেকে দুই কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। আটককৃত রতন সর্দার দৌলতপুর উপজেলার ভাগজোত (বাজারপাড়া) এলাকার মৃত লুৎফর রহমানের ছেলে।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি নাসির উদ্দীন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার সকালে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর

থানাধীন দাড়েরপাড়া গ্রামস্থ দাড়েরপাড়া-গোড়ারপাড়া জামে মসজিদ এর সামনে পাঁকা রাস্তার উপর হতে তাকে গাঁজাসহ আটক করা হয়। আটককৃত রতন সর্দার একজন মাদক ব্যাবসায়ী।

তার বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়। থানা এলাকার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে চলমান অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

ঝিনাইদহে নকল এ্যজমা ও গ্যাষ্ট্রিকের ঔষধ জব্দ

ঝিনাইদহ শহরের আরাপপুর মাস্টার পাড়া থেকে বিপুল পরিমাণ নকল এ্যজমা ও গ্যাসের ঔষধ জব্দ করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। সেসময় এই ঔষধ মজুদ ও বিক্রির অভিযোগে বাড়ির মালিক গোলাম নবীকে আটক করে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১১ টার দিকে এ অভিযান পরিচালিত হয়। ঝিনাইদহ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল জানান, বেশ কিছুদিন ধরেই শহরের আরাপপুর মাস্টারপাড়া এলাকার একটি বাড়িতে নকল ঔষধ মজুদ করে বিক্রি করা হচ্ছে এমন অভিযোগ আসে। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে রাতে গোলাম নবী’র বাড়িতে অভিযান চালানো হয়।

সেসময় ছাদে ওঠার সিড়ির নিচে কয়েকটি কার্টুনে রাখা নকল এ্যজমার ঔষধ মন্টেয়ার-১০ ট্যাবলেট ৫৯১ টি, গ্যাসের ঔষধ সেকলো ও প্যান্টোনিক্স ক্যাপসুল ৪৩৩ টি এবং বেশ কিছু মোনাস-১০ ট্যাবলেট জব্দ করা হয়।

পরে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে নকল ঔষধ বিক্রি ও মজুদ রাখার দায়ে বাড়ির মালিক গোলাম নবী’কে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়। অভিযানের নের্তৃত্ব দেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কামরুজ্জামান সরকার।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক রেহান হাসান, বিসিডিএস জেলা শাখার সভাপতি রফিকুল করিম, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোস্তাকিবুর রহমান সহ পুলিশ সদস্যরা।

ফোন করলেই বাড়িতে পৌঁছাবে আদ-দ্বীনের অক্সিজেন

মহামারী করোনায় বিপর্যস্ত সারাদেশ। খুলনা বিভাগসহ অনেক জেলায় দেখা দিয়েছে অক্সিজেন সংকট। এমন অবস্থায় করোনায় আক্রান্তদের পাশে দাঁড়ালো আদ-দ্বীন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। খুলনা অঞ্চলের কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা সরঞ্জাম দেয়াসহ অক্সিজেনের কষ্টে ভোগা মানুষদের পাশে দাঁড়াতে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

বাড়িতে বসে কেউ অক্সিজেনের জন্য ফোন করলে সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষিত কর্মীরা ছুটে যাবেন অক্সিজেন নিয়ে। আদ-দ্বীন হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অক্সিজেন সংকট দূর করতে করোনা আক্রান্তদের অক্সিজেন সহায়তা দিচ্ছে আদ্-দ্বীন ওয়েল ফেয়ার সেন্টারের প্রশিক্ষিত মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা। সেবা পেতে আদ্-দ্বীন কুষ্টিয়ার হট লাইন নাম্বার ০১৭০১২১৮০০৯, ০১৭০১২১৯০৬৫, ০১৭০১২১৮০১৮ যোগাযোগ করে যে কেউ অক্সিজেন সহায়তা নিতে পারবে।

এদিকে করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য ইতিমধ্যে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ২টি সিপ্যাপ-বাইপ্যাপসহ হাই ফ্লো নেজাল ক্যানুলা দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ প্রফেসর দেলদার হোসেন, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডা. এসএম মুস্তানজীদ, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা, কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ এমএ মোমেন, আদ্-দ্বীন হাসপাতালের ম্যানেজার মো: রবিউল আওয়াল প্রমুখ।

আদ্-দ্বীন হাসপাতালের ম্যানেজার মো: রবিউল আওয়াল বলেন, আদ্- দ্বীনের কর্ম এলাকার মাঠ পর্যায়ের এসব কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ

করলে যে কেউ এ সহায়তা পাবেন। সংকটাপন্ন রোগীদের বিনামূল্যে আদ্- দ্বীনের অ্যম্বুলেন্সের মাধ্যমে সরকারি কোভিড হাসপাতলে পৌছে দিচ্ছে।

যে কোন দুর্যোগে আদ্-দ্বীন সবসময় মানুষের পাশে ছিল, ভবিষ্যতেও মানুষের পাশে থেকে কাজ করবে। দেশের করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় অন্যান্য বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

আলমডাঙ্গায় সরকারি বিধি নিষেধ না মানায় ৬ জনকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় সরকারি বিধি নিষেধ অমান্য করে রাস্তায় চলাচল করার অপরাধে ৬ জনকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। বৃহস্পতিবার আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারি কমিশনার(ভূমি) হুমায়ন কবীর এ আদালত পরিচালনা করেন।

আদালত চলাকালে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার পুলিশ পরিদর্শক ওসি (তদন্ত) এমএম সেলিম ও সেনাবাহিনীর একটি টিম। জানাগেছে, আলমডাঙ্গা পৌর শহরের স্বাধীনতা স্তম্ভ মোড়, নতুন বাস স্টান্ড, রেল ষ্টেশন, লাল ব্রিজ, সাদাব্রিজ, কালিদাসপুর, আনন্দধাম ব্রিজসহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান পরিচালনা করেন।

এ সময় সরকারি বিধি নিষেধ অমান্য করে মোটরসাইকেল নিয়ে বাইরে ঘোরাঘুরি করার করার অপরাধে উপজেলার মুন্সিগঞ্জের আবু ইসরাইলের ছেলে আব্দুস সাত্তারকে ৩শ টাকা, মিরপুর উপজেরার হালসা গ্রামের মৃত মকবুল হোসেনের ছেলে সিরাজুল ইসলামকে ৫শ টাকা, আব্দুস সাত্তারের ছেলে হেলাল উদ্দিনকে ৫শ টাকা গোবিন্দপুর গ্রামের সারজেত আলীর ছেলে সাবদার আলীকে ৩শ টাকা, সিরাজুল ইসলামের ছেলে জিসানকে ৬শ টাকা, মাদ্রাসাপাড়ার আব্দুল ওয়াহেদের ছেলে পারভেজকে ৬শ টাকা, জরিমানা করেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সহকারী কমিশনার ভুমি কর্মকতার সুদীপ্ত কুমার সিংহ।

পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডের ৩ শত ৫০টি পরিবারের মধ্যে ১০ কেজি করে চাউল, ২ আলু ১ কেজি ডাউল, ১ কেজি পিয়াজ, হাফ লিটার সোয়বিন তেল প্রদান করা হয়। এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভুমি কর্মকতার সুদীপ্ত কুমার সিংহ।

পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনয়নের চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম ও বিজিবি সুবেদার ও সদস্য। এছাড়া ৯টি ওয়ার্ডের মেম্বর খাইরুল ইসলাম, হজরত আলী, সহিদুল ইসলাম, আবু স্ঈাদ, শামসুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম, আসিক ইকবাল (চঞ্চল) বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। খাদ্য বিতরণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্যানেল চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান।